[২০১৯] ১৭ এস. সি. আর. ১১৫৫

দিল্লির এন.সি.টি. রাজ্য

বনাম

শিব চরণ বানসাল ও অন্যান্যরা

(২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২২৪৮)

৫ই ডিসেম্বর,২০১৯

[ইন্দু মালহোত্র এবং আর সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ২২৭ – অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেওয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র এবং অভিযোগকারীর আপিল – রাষ্ট্রপক্ষের মামলা ছিল যে, ভুক্তভোগী-মৃতকে তার বাড়িতে খুন করা হয়েছিল – কথিত ভাড়াটে খুনি কালো টুপি এবং গগলস পরা একজন কুরিয়ার ছেলে হিসাবে এসেছিল – অভিযোগকারীর স্ত্রী তাকে তদন্তে শনাক্ত করেছিলেন – মৃত ব্যক্তির পুত্র/ভাইপো এবং ভাইদের বক্তব্য অনুসারে, মৃত ব্যক্তি অভিযুক্ত-এসসিবি এবং তার পুত্র অভিযুক্ত-এসবি দ্বারা পরিচালিত কমিটিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন যা তারা ফেরত দিতে অনিচ্ছুক ছিল এবং একটি কারখানায় মৃত ব্যক্তির অংশও দখল করার চেষ্টা করছিল – মৃত ব্যক্তির অন্য একজন ভাইয়ের জবানবন্দি ছিল যে তিনি এবং তার পুত্র অভিযুক্ত-এনএম, অভিযুক্ত-এলএম এবং তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে হুমকির ফোন পাচ্ছিলেন এবং এই অভিযুক্তরা মৃত ব্যক্তির হত্যার জন্য দায়ী ছিল – এনএম, এলএম এবং অভিযুক্ত-আইনজীবী-আরএস কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যখন তারা একটি গাড়িতে ভ্রমণ করছিল এবং কালো ছবির ফ্রেম, কালো টুপি, কালো গগলস এবং মৃত ব্যক্তির একটি ছবি গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল – এনএম তার গ্রামের বাড়ি থেকে গেটজ গাড়িটি উদ্ধার করিয়েছিল, যেটিতে ভাড়াটে খুনি – জেএসএস মৃত ব্যক্তিকে খুন করার জন্য ঘটনাস্থলে গিয়েছিল বলে অভিযোগ – দুটি তাজা কার্তুজ সহ অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তল অভিযুক্ত-এসএস-এর অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল – তদন্তের সময়, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্তদের কল ডিটেইল রেকর্ড সংগ্রহ করেছিলেন – রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য অনুসারে, এনএম তার কাজিন ভাই এলএমকে খুন করার জন্য বলেছিল – প্রাথমিকভাবে সম্মত হওয়ার পর, এলএম পরে পিছু হটে – এরপর, জেএসএসকে খুন কার্যকর করতে বলা হয়েছিল – এফ.এস.এল প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল যে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে উদ্ধার করা সীসা এসএস-এর অফিস থেকে উদ্ধার করা পিস্তল থেকে ছোড়া হয়েছিল – হাতের লেখার বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট অনুসারে, জেএসএস-এর নমুনা হাতের লেখা সেই খামের লেখার সাথে মিলে গিয়েছিল যা জেএসএস মৃত ব্যক্তির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ – এনএম একটি গাড়ি, অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তল সহ পাঁচটি কার্তুজ ধার করেছিল এবং জেএসএসকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়েছিল

এবং জেএসএস যখন মৃত ব্যক্তিকে খুন করতে গিয়েছিল তখন গাড়িতে জেএসএস-এর জন্য অপেক্ষা করেছিল এবং তারপর জেএসএসকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল –এনএম ঘটনার আগে ও পরে অভিযুক্ত-এসবি-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগে ছিল – এসসিবি দ্বারা পরিচালিত কমিটির নথিগুলি সে নাকি ধ্বংস করে ফেলেছিল – এটি এসসিবি-এর আচরণের বিষয়ে একটি প্রবল সন্দেহ তৈরি করে – কমিটির নথি ধ্বংস করা, যা মৃত ব্যক্তির দ্বারা করা উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রকাশ করতো, তা একটি অপরাধমূলক কারণ ছিল – খুনের পরপরই অভিযুক্তের পলায়ন প্রাসঙ্গিক 'আচরণ' হিসাবে সাক্ষ্য আইন-এর ধারা ৮ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হবে – জেএসএসকে সঙ্গে নিয়ে এসবি এবং এনএম-এর মধ্যে সমসাময়িক কল ডিটেইল নথি (সিডিআর) সমস্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য শক্তিশালী উপাদান হবে – সমস্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছিল – দায়রা আদালত রায় দিয়েছে যে মৃত ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনায় এনএম এবং জেএসএস-এর মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল – তবে এলএমকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল কারণ তাকে অপরাধের সাথে যুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ ছিল না – আরএস-এর ক্ষেত্রে, রায় দেওয়া হয়েছিল যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য প্রমাণ যথেষ্ট ছিল না কারণ সে শুধুমাত্র এনএমকে তার অনুমতিপত্রকৃত পিস্তল খুন করার জন্য ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছিল – এসএস-এর ক্ষেত্রে, দায়রা আদালত রায় দিয়েছে যে তার অফিস থেকে দুটি তাজা কার্তুজ সহ অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তাকে শুধুমাত্র অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অনুমতিপত্রবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র নিজের দখলে রাখার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল – দায়রা আদালত এসসিবিকে অব্যাহতি দিয়েছে কারণ রাষ্ট্রপক্ষ তার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রকাশ্য বিবৃতির আকারে প্রমাণ সংগ্রহ করেছিল – দায়রা আদালত এসবিকে অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অপরাধে অভিযুক্ত করেছে, কারণ সে এনএম-এর অনুমতিপত্রকৃত পিস্তলটি তার কারখানার প্রাঙ্গণ থেকে উদ্ধার করিয়েছিল – দায়রা আদালত রায় দিয়েছে যে রাষ্ট্রপক্ষ আরএস, এলএম, এসসিবি-এর বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যারা অব্যাহতি পেয়েছিল – রাষ্ট্র এবং অভিযোগকারী হাইকোর্টে রিভিশন দাখিল করে – হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে এনএম, এসবি, জেএসএসকে আইপিসির ধারা ৩০২, ধারা ৩৪ এবং ধারা ১২০খ অনুযায়ী অভিযুক্ত করতে হবে – এসসিবি, এসএস, এলএম, আরএস-এর অব্যাহতি আদেশকারী দায়রা আদালতের রায় হাইকোর্ট দ্বারা বহাল রাখা হয়েছিল – তাই রাষ্ট্র এবং অভিযোগকারীর দ্বারা তাৎক্ষণিক আপিল – স্থির করে: বর্তমান মামলাটি এমন একটি যেখানে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছে যে সমস্ত অভিযুক্তদের দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে খুন করার জন্য একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র হয়েছিল –

অপরাধটি তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হয়নি, বরং এর পূর্বে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করা হয়েছিল যেখানে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার সাধারণ অবৈধ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি অভিযুক্ত একটি পৃথক ভূমিকা পালন করেছিল – অপরাধটি যেভাবে এবং যে পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জড়িত থাকার মাত্রা প্রাসঙ্গিক কারণ ছিল – প্রতিটি ষড়যন্ত্রকারী সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় তার পৃথক ভূমিকা পালন করেছিল – প্রত্যেকেই অবগত ছিল যে সাধারণ ষড়যন্ত্রে, সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাকে একটি ভূমিকা পালন করতে হবে – ষড়যন্ত্র বেশিরভাগই পরিস্থিতিগত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় অভিযুক্তের দোষ নির্দেশকারী পরিস্থিতির সম্মিলিত প্রভাব বিবেচনা করে, প্রতিটি অভিযুক্তের দ্বারা পালন করা ভূমিকা বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি অবলম্বন না করে – পক্ষগুলির কাজ বা আচরণ তাদের সাধারণ পরিকল্পনা এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের ঐকমত্য অনুমানের জন্য জন্য যথেষ্ট সচেতন এবং স্পষ্ট হতে হবে – ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে, সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের কাজ এবং বিবৃতি ব্যতীত ভালো প্রমাণ কদাচিৎ পাওয়া যায় – নথিতে প্রচুর উপাদান আনা হয়েছিল যা মৃত ব্যক্তির হত্যায় এসসিবি, এলএম, এসএস-এর জড়িত থাকার বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ তৈরি করেছিল – তদনুসারে, দায়রা আদালতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এসসিবি-এর বিরুদ্ধে আইপিসির ৩০২ ধারার সহ পঠিত ৩৪ ধারা এবং ১২০খ ও ২০১ ধারা; এলএম-এর বিরুদ্ধে ৩০২ ধারার সহ পঠিত ৩৪ এবং ১২০খ ধারা; এবং এসএস-এর বিরুদ্ধে ৩০২ ধারার সহ পঠিত ৩৪ এবং ১২০খ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫, ২৭, ৫৪ এবং ৫৯ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হোক – দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ৩০২ ধারার সহ পঠিত ৩৪ ধারা।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ২২৭, ২২৮ – পরিধি – স্থির করে: আদালত ২২৭ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠনের প্রশ্ন বিবেচনা করার সময়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার সীমিত উদ্দেশ্যে প্রমাণ যাচাই-বাছাই করার এবং ওজন করার ক্ষমতা রাখে – যদি আদালতে দাখিল করা উপাদান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করে, যা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি, তবে আদালত অভিযোগ গঠন এবং বিচার চালিয়ে যেতে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হবে – এই পর্যায়ে, বিষয়টির ভালো-মন্দের উপর বিস্তৃত অনুসন্ধান হতে পারে না, প্রমাণকে এমনভাবে ওজন করা হবে না যেন বিচার চলছে।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ২২৩, ৩৮৬, ৩৯১ – স্থির করে: ধারা ২২৩ বিধান করে যে একই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা, একই লেনদেনের সময় সংঘটিত, সম্মিলিতভাবে অভিযুক্ত এবং বিচারিত হবে –

বর্তমান ক্ষেত্রে, দায়রা আদালত কর্তৃক ছয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের অসঙ্গতির কারণে, বিচার প্রক্রিয়া খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল – এসবি, এনএম এবং জেএসএস অর্থাৎ তিন অভিযুক্তের বিচার অন্য তিন অভিযুক্ত অর্থাৎ এসসিবি, এলএম এবং এসএস-এর অনুপস্থিতিতে চলছিল – এটি পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের মামলা ছিল – যেহেতু বর্তমান ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া খণ্ডিত হয়েছিল, তাই অবশিষ্ট তিন অভিযুক্তের বিচার অবিলম্বে আইন অনুসারে চালানো প্রয়োজন – অন্যান্য তিন অভিযুক্ত অর্থাৎ এসবি, এনএম এবং জেএসএস-এর ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া অন্য তিন কথিত সহ-ষড়যন্ত্রকারীর অনুপস্থিতিতে পরিচালিত হয়েছিল – এসবি এবং এনএম-এর খালাসের আদেশ হাইকোর্টে বিচারাধীন – ধারা ৩৮৬ আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আপিল আদালতের ক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করে – ধারা ৩৮৬-এর দফা (ক) অনুসারে, হাইকোর্ট অব্যাহতির আদেশ বাতিল করতে পারে এবং আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে, অথবা অভিযুক্তকে পুনরায় বিচার করতে পারে, অথবা তাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে পারে – একটি আপিল আদালত হিসাবে, হাইকোর্ট ধারা ৩৯১ এর অধীনে আপিল বিবেচনা করার সময়, যদি প্রয়োজনীয় মনে করে, তাহলে আরও প্রমাণ নিতে পারে এবং নথিতে অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করতে পারে। হাইকোর্ট যদি প্রয়োজনীয় মনে করে তবে ধারা ৩১৩ এর অধীনে বিবৃতি নথিভুক্ত করার অনুমতিও দিতে পারে – হাইকোর্ট এই মামলায় দায়রা আদালত কর্তৃক অবশিষ্ট অভিযুক্ত এসসিবি, এলএম এবং এসএস-এর বিচার শেষ হওয়ার পর, এসবি, এনএম এবং জেএসএস-এর বিচারাধীন আপিলগুলি গ্রহণ করতে পারে।

আংশিকভাবে আপিলের অনুমতি দিয়ে,আদালত

স্থির করে: ১.১ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২২৭ এবং ২২৮ এর পরিধি।ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২২৭ এবং ২২৮ এর অধীনে অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে, আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে অভিযুক্ত-এসসিবি, অভিযুক্ত-এসএস, অভিযুক্ত-এলএম এবং অভিযুক্ত-আরএস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য নথিতে পর্যাপ্ত উপাদান ছিল কিনা। রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছিল যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১২০খ, ৩০২ সহ পঠিত ১২০খ/৩৪, ২০১ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করা উচিত ছিল। ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠনের প্রশ্ন বিবেচনা করার সময় আদালত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি আপাতদৃষ্টিতে মামলা তৈরি হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার সীমিত উদ্দেশ্যে প্রমাণ যাচাই-বাছাই করার এবং ওজন করার ক্ষমতা রাখে। আপাতদৃষ্টিতে মামলা নির্ধারণের পরীক্ষা প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে। যদি আদালতে দাখিল করা উপাদান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করে, যা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি, তবে আদালত অভিযোগ গঠন এবং বিচার চালিয়ে যেতে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হবে। অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে নথিতে আনা প্রমাণের সম্ভাব্য মূল্য যাচাই করা যাবে না।

আদালতকে নথিতে থাকা উপাদান ও নথিগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, সেগুলির আপাতমূল্যে যে তথ্যগুলি উঠে আসছে তা অভিযুক্ত অপরাধের উপাদানগুলি প্রকাশ করে কিনা। এই পর্যায়ে, বিষয়টির ভালো-মন্দের উপর কোনো বিস্তৃত অনুসন্ধান হতে পারে না, প্রমাণকে এমনভাবে ওজন করা হবে না যেন বিচার চলছে।

১.২ ফৌজদারি ষড়যন্ত্র। বর্তমান মামলাটি এমন একটি যেখানে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছে যে, সমস্ত অভিযুক্তের দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে হত্যার জন্য একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র হয়েছিল। অপরাধটি তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হয়নি, বরং এর পূর্বে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করা হয়েছিল যেখানে মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার সাধারণ অবৈধ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি অভিযুক্ত একটি পৃথক ভূমিকা পালন করেছে। একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র সাধারণত গোপনে হয়, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া কঠিন, অসম্ভব না হলেও। অপরাধটি যেভাবে এবং যে পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জড়িত থাকার মাত্রা প্রাসঙ্গিক কারণ। প্রতিটি ষড়যন্ত্রকারী সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় তার পৃথক ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেকেই অবগত থাকে যে সাধারণ ষড়যন্ত্রে, সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাকে একটি ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমান মামলার তথ্যে, নথিতে প্রচুর উপাদান আনা হয়েছিল যা মৃত ব্যক্তির হত্যায় এসসিবি, এলএম, এসএস-এর জড়িত থাকার বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ তৈরি করেছিল।

অভিযুক্ত-এসসিবি। দায়রা আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়ই উল্লেখ করেছে যে, সমস্ত সাক্ষী স্পষ্টভাবে এসসিবি এবং তার পুত্র এসবি-কে হত্যার জন্য দায়ী করেছেন। অপরাধের উদ্দেশ্য ছিল মৃত ব্যক্তির দ্বারা এসসিবি-এর কমিটিগুলিতে করা বিনিয়োগ আত্মসাৎ করা। মৃত ব্যক্তির পুত্র আরও জবানবন্দি দিয়েছে যে, আরও একটি পরিস্থিতি ছিল মৃত ব্যক্তি এবং এসসিবি-এর পরিবারের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণে। রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, এসসিবি এবং তার পুত্র এসবি দ্বারা এনএম এবং অন্যান্য সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের সহকারে হত্যা সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে এলএম ভাড়াটে খুনি-জেএসএস-এর ব্যবস্থা করেছিল, এসএস অস্ত্র সরবরাহ করেছিল যা তার অফিস থেকে তাজা কার্তুজ সহ উদ্ধার করা হয়েছিল। জেএসএস-ভাড়াটে খুনিকে সঙ্গ দেওয়া এসবি এবং এনএম-এর মধ্যে সমসাময়িক কল ডিটেইল নথি (সিডিআর) সমস্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য শক্তিশালী উপাদান হবে।

খুনটি আনুমানিক বিকাল ৪:৩০ টায় সংঘটিত হয়েছিল। এনএম তার সেল ফোন থেকে বিকাল ৩:৫১ টায় এসবিকে তার সেল ফোনে ফোন করেছিল অপরাধ কার্যকর করার আগে। খুন সংঘটিত হওয়ার পর, এনএম বিকাল ৪:৪৮ টায় এসবিকে তার সেল ফোনে ফোন করেছিল। খুনের ঠিক আগে ও পরে দ্রুত পরপর এই কল নথিগুলি এই অভিযুক্তদের জড়িত থাকার বিষয়ে গুরুতর সন্দেহের জন্ম দেয়। কল ডিটেইল নথি প্রকাশ করে যে অভিযুক্তরা ঘটনার আগে এবং পরে উভয় সময়েই একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে ছিল। দায়রা আদালতের নথি দেখায় যে এসসিবি-এর কল ডিটেইল নথি, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ছিল, আই.ও. দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযোগপত্রের সহ পঠিত রাখা হয়নি। শুধুমাত্র এসসিবি-এর অনুপস্থিত কল ডিটেইল নথি তার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সন্দেহ তৈরি করে। এসসিবি দ্বারা পরিচালিত কমিটিগুলির নথিগুলি নাকি ধ্বংস করা হয়েছিল। এটি এসসিবি-এর আচরণের বিষয়ে একটি শক্তিশালী সন্দেহ তৈরি করবে। তার প্রকাশ্য বিবৃতিতে, এসসিবি বলেছিল যে তার কাছে কমিটিগুলির সমস্ত নথি ছিল। তবে, দুই দিন পর, সে তার বক্তব্য পরিবর্তন করে এবং জানায় যে কমিটির নথিগুলি তার পুত্র এসবি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছে যে, কমিটিগুলির নথিগুলি বাবা-পুত্রের জুটি দ্বারা পোড়ানো/ধ্বংস করা হয়েছিল। কমিটিগুলির নথিগুলি ধ্বংস করা, যা মৃত ব্যক্তির দ্বারা করা উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রকাশ করতো, তা একটি অপরাধমূলক কারণ। খুন সংঘটিত হওয়ার পর এসসিবি-এর আচরণও প্রাসঙ্গিক। পুলিশ ২০০৬ সালের ২৯.০৩ তারিখে তার কারখানা থেকে এসবিকে গ্রেপ্তার করেছিল। ২০০৬ সালের ২১.০৩ তারিখে খুন সংঘটিত হওয়ার পর এসসিবি পলাতক ছিল, এবং পুলিশের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তদন্তে যোগ দেয়নি। এক মাসেরও বেশি সময় পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। খুন সংঘটিত হওয়ার পরপরই পালিয়ে যাওয়ার উক্ত পরিস্থিতি সাক্ষ্য আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক 'আচরণ' হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে। রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা সংগৃহীত উপাদান মৃত ব্যক্তিকে হত্যার ষড়যন্ত্রে এসসিবি এবং তার পুত্র এসবি উভয়ের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সন্দেহ তৈরি করে।

অভিযুক্ত-এলএম – রাষ্ট্রপক্ষ মৃত ব্যক্তির ভাইপো-এর বিবৃতির উপর নির্ভর করেছিল। উক্ত সাক্ষী তার ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬১ অনুযায়ী বিবৃতিতে, যা খুনের পরপরই নথিভুক্ত করা হয়েছিল, বলেছিল যে এনএম, এলএম, এসবি এবং তার বন্ধুরা তাকে ফোনে হুমকি দিত। এনএম দ্বারা করা প্রকাশ্য বিবৃতিতে প্রকাশ পায় যে প্রাথমিকভাবে সে এলএমকে খুন করার জন্য বলেছিল।

এলএম মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য রচিত ফৌজদারি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিল। খুন সংঘটিত হওয়ার পরপরই এনএম এবং এলএম পলাতক ছিল। এলএম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তদন্তে যোগ না দেওয়ায়, পলাতক অভিযুক্তের আচরণ ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক 'আচরণ' হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে। ২৯.০৩.২০০৬ তারিখে অর্থাৎ খুন সংঘটিত হওয়ার আট দিন পর, তিন অভিযুক্ত অর্থাৎ এনএম, এলএম এবং আরএসকে পুলিশ একটি এস্টিম গাড়িতে ভ্রমণ করার সময় গ্রেপ্তার করে। পুলিশ গাড়ির ভেতর থেকে আপত্তিকর বস্তু অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ছবি যা শনাক্তকরণের জন্য ভাড়াটে খুনিকে দেওয়া হয়েছিল, এবং ভাড়াটে খুনি-জেএসএস তার পরিচয় গোপন করার জন্য যে গগলস ও কালো টুপি পরেছিল, সেগুলি উদ্ধার করে। এলএম-এর কল ডিটেইল নথি থেকে জানা যায় যে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগে ও পরে সে তার সেল ফোন থেকে জেএসএস-এর সাথে যোগাযোগে ছিল। নিম্ন আদালতগুলি অভিযুক্ত এলএম-এর বিরুদ্ধে আইপিসির ৩০২ ধারার সহ পঠিত ৩৪, ১২০খ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন না করে অযৌক্তিক কাজ করেছে।

অভিযুক্ত-এসএস – রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, অভিযুক্ত-এসএস অপরাধের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। উপরন্তু, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর, এসএস ৭৫ দিন ধরে পলাতক ছিল। এই অভিযুক্তের অফিস থেকে একটি অনুমতিপত্রবিহীন ৭.৬৫ মিমি বোরের পিস্তল সহ দুটি তাজা কার্তুজ অর্থাৎ অপরাধের অস্ত্র উদ্ধার তার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার বিষয়ে একটি শক্তিশালী সন্দেহ তৈরি করে। ব্যালিস্টিক রিপোর্ট প্রমাণ করেছে যে, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা তিনটি ব্যবহৃত কার্তুজ এবং মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে উদ্ধার করা সীসা অভিযুক্ত-এসএস-এর বাড়ি থেকে উদ্ধার করা তাজা কার্তুজের সাথে মিলে গেছে এবং অভিযুক্ত-এসএস-এর বাড়ি থেকে উদ্ধার করা অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তল থেকে গুলি করা হয়েছিল। অপরাধের অস্ত্র এসএস-এর হেফাজতে ও দখলে পাওয়া যাওয়ার পরিস্থিতি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী "আচরণ" হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে, সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা করা বিবৃতি নির্বিশেষে। এসএস-এর বাড়ি থেকে অপরাধের অস্ত্র গুরুত্বপূর্ণভাবে উদ্ধার করা ঘটনাপ্রবাহের শৃঙ্খলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি ছিল, যা আইপিসির ৩০২ ধারার সহ পঠিত ৩৪ এবং ১২০খ ধারার অধীনে তার বিরুদ্ধে বিচার চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। দায়রা আদালতে উপস্থাপিত কল ডিটেইল নথি, খুনের দিন এনএম এবং এসএস-এর মধ্যে যোগাযোগের বিষয়টি প্রকাশ করে, যা সাক্ষ্য আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক উপাদান। এটি আশ্চর্যজনক যে দায়রা আদালত এবং হাইকোর্ট

এসএস-এর অফিস থেকে অনুমতিপত্রবিহীন অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি মেনে নিলেও, তাকে শুধুমাত্র অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করেছে।

অভিযুক্ত-আরএস। আরএস-এর অব্যাহতির বিষয়ে দায়রা আদালত এবং হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করা হয়নি, কারণ তাকে অভিযুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত উপাদান নেই।

অভিযুক্ত-এনএম – দায়রা আদালত তাকে আইপিসির ৩০২ ধারার সহ পঠিত ৩৪, ২০১ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৯(খ) ধারার অধীনে অভিযুক্ত করেছিল। দায়রা আদালত তাকে অব্যাহতি দিয়েছে। তার অব্যাহতির বিরুদ্ধে বিরোধিতাের নিষ্পত্তি বিচারাধীন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২২৩ বিধান করে যে একই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা, যা একই লেনদেনের সময় সংঘটিত হয়েছে, তাদের সম্মিলিতভাবে অভিযুক্ত ও বিচার করতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, ছয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দায়রা আদালত কর্তৃক অভিযোগ গঠনের অসঙ্গতির কারণে বিচার প্রক্রিয়া খণ্ডিত হয়ে গেছে। এসবি, এনএম এবং জেএসএস অর্থাৎ তিন অভিযুক্তের বিচার অন্য তিন অভিযুক্ত অর্থাৎ এসসিবি, এলএম এবং এসএস-এর অনুপস্থিতিতে চলছিল। বর্তমান মামলাটি পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের। একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, পরিস্থিতির প্রতিটি সংযোগ সম্পূর্ণ হবে, শুধুমাত্র যদি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণ সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়। যেহেতু বর্তমান ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া খণ্ডিত হয়েছে, তাই অবশিষ্ট তিন অভিযুক্তের বিচার অবিলম্বে আইন অনুসারে চালানো প্রয়োজন। অন্যান্য তিন অভিযুক্ত অর্থাৎ এসবি, এনএম এবং জেএসএস-এর ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া অন্য তিন কথিত সহ-ষড়যন্ত্রকারীর অনুপস্থিতিতে পরিচালিত হয়েছিল। এসবি এবং এনএম-এর অব্যাহতির আদেশ হাইকোর্টে বিচারাধীন। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আপিল আদালতের ক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করে। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৮৬-এর দফা (ক) হাইকোর্টের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ অব্যাহতির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হাইকোর্টে দাখিল করা হয়। আপিল আদালত অভিযুক্তকে পুনরায় বিচার করার নির্দেশ দিতে পারে, শুধু যখন এটি অব্যাহতির বিরুদ্ধে আপিলের সাথে মোকাবিলা করে তখনই নয়, যখন এটি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপিলের সাথে মোকাবিলা করে তখনও। দফা (ক) এর অধীনে হাইকোর্ট অব্যাহতির আদেশ বাতিল করতে পারে এবং আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে, অথবা অভিযুক্তকে পুনরায় বিচার করতে পারে, অথবা তাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে পারে।

একটি আপিল আদালত হিসাবে, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৯১ ধারার অধীনে আপিলগুলি বিবেচনা করার সময়, যদি প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে আরও প্রমাণ নিতে পারে এবং নথিতে অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করতে পারে। হাইকোর্ট যদি প্রয়োজনীয় মনে করে তবে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে বিবৃতি নথিভুক্ত করার অনুমতিও দিতে পারে। হাইকোর্ট এসবি, এনএম এবং জেএসএস-এর বিচারাধীন আপিলগুলি গ্রহণ করতে পারে, এই মামলায় দায়রা আদালত কর্তৃক এসসিবি, এলএম এবং এসএস, অর্থাৎ অবশিষ্ট অভিযুক্তদের বিচার শেষ হওয়ার পর। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, রোহিনী আদালত, দিল্লিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে তিনি এসসিবি-এর বিরুদ্ধে আইপিসির ৩০২ ধারার সহ পঠিত ৩৪ ধারা এবং ১২০খ ও ২০১ ধারা; এলএম-এর বিরুদ্ধে আইপিসির ৩০২ ধারার সহ পঠিত ৩৪ এবং ১২০খ ধারা; এবং এসএস-এর বিরুদ্ধে আইপিসির ৩০২ ধারার সহ পঠিত ৩৪ এবং ১২০খ ধারা, এবং অস্ত্র আইনের ২৫, ২৭, ৫৪ এবং ৫৯ ধারায় অভিযোগ গঠন করুন এবং আইন অনুসারে বিচার চালিয়ে যান।

বিহার রাজ্য বনাম রমেশ সিং (১৯৭৭) ৪ এসসিসি ৩৯ : [১৯৭৮] ১ এসসিআর ২৫৭;দীপকভাই জগদীশচন্দ্র প্যাটেল বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন (২০১৯) এসসিসি অনলাইন এসসি ৫৮৮;আইজ্যাক ওরফে কিশোর বনাম রোনাল্ড চেরিয়ান ও অন্যান্যরা (২০১৮) ২ এসসিসি ২৭৮ : [২০১৮] ১ এসসিআর ২১৭; অ্যালিস্টার অ্যান্টনি পেরেরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১২) ২ এসসিসি ৬৪৮ : [২০১২] ১ এসসিআর ১৪৫;আশরাফ আলী বনাম আসাম রাজ্য (২০০৮) ১৬ এসসিসি ৩২৮ : [২০০৮] ১০ এসসিআর ১১১৫ – এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

দিল্লি রাজ্য (এনসিটি) বনাম নভজ্যোত সান্ধু ওরফে আফজাল গুরু (২০০৫) ১১ এসসিসি ৬০০ : [২০০৫] ২ সম্পূরক এসসিআর ৭৯;কেহার সিং ও অন্যান্যরা বনাম রাজ্য (দিল্লি প্রশাসন) (১৯৮৮) ৩ এসসিসি ৬০৯ : [১৯৮৮] ২ সম্পূরক এসসিআর ২৪ – এর উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৭৮] ১ এসসিআর ২৫৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২
[২০০৫] ২ সম্পূরক. এসসিআর ৭৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩২
[১৯৮৮] ২ সম্পূরক. এসসিআর ২৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩২
[২০১৮] ১ এসসিআর ২১৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২
[২০১২] ১ এসসিআর ১৪৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২
[২০০৮] ১০ এসসিআর ১১১৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ার: ২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২২৪৮।

২০০৮ সালের ফৌজদারি সংশোধন নং ৩৩৫-এ নয়াদিল্লির দিল্লি হাইকোর্টের ২৯.০৫.২০০৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২২৪৭ সহ।

শ্রীমতী আইশ্বেরিয়া ভাটি, আর বসন্ত, সিদ্ধার্থ লুথরা, প্রবীণ আইনজীবীরা., ব্রজ কিশোর মিশ্র, সঞ্জীব ঝা, শ্রীমতী আপামা ঝা, শ্রীমতী কৃতি সোন্ধি, অভিষেক যাদব, শ্রীমতী সুহাসিনী সেন, শচীন শর্মা, বি. ভি. বলরাম দাস, হিমাংশু নেলওয়াল, বিষ্ণু পাঝাঙ্গনত, অঙ্কুর গর্গ (শ্রীমতী পল্লবী প্রতাপের জন্য), সুমির সোধি, অমিতাভ সিনহা, দানিশ আফতাব চৌধুরী, অনিল, ইমরাজ রাউটেলা, অঙ্কিত ধাওয়ান, অরুণ মেনন (যশপাল ধিংরার জন্য), ভি. কে. সিদ্ধার্থন, বিনীত ভগত, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতি

১. বর্তমান ফৌজদারি আপিলগুলি (ফৌজদারি আপিল নং ২০২২ সালের ২২২৪৮ এবং ফৌজদারি আপিল নং ২০২২ সালের ২২২৪৭) যথাক্রমে রাষ্ট্রপক্ষ এবং অভিযোগকারী – কান্তা দেবী কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে। এই আপিলগুলির উদ্দেশ্য হলো দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক শিব চরণ বনসাল, ললিত মান ওরফে নানহে, শৈলেন্দ্র সিং এবং রাজবীর সিংকে প্রদত্ত অব্যাহতির আদেশকে বিরোধিতা করা।

২. বর্তমান আপিলগুলির উৎস হলো ২১.০৩.২০০৬ তারিখে অভিযোগকারী কান্তা দেবী – প্রয়াত এস.এন. গুপ্তার বিধবা – কর্তৃক দিল্লি, মঙ্গোলপুরী থানায় ফৌজদারি কার্যবিধির ১২০খ, ৩০২, ২০১ সহ পঠিত ৩৪ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫, ২৭, ৫৪, ৫৯ ধারার অধীনে এফ.আই.আর নং ২০০/২০০৬ দায়ের করা। অভিযোগকারী বলেন যে, ২১.০৩.২০০৬ তারিখে তিনি তার স্বামী – এস.এন. গুপ্তার সাথে বাড়িতে ছিলেন। আনুমানিক বিকাল ৪:৩০ টায়, দরজার ঘণ্টা বেজে ওঠে। তিনি দেখতে পান, ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী একজন লোক দাড়ি নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে চশমা পরা এবং মাথায় একটি কালো টুপি, কাঁধে একটি ব্যাগ বহন করছে। লোকটি বলে যে সে একটি ব্যাংক থেকে এস.এন. গুপ্তার নামে একটি কুরিয়ার এনেছে এবং সেটি তাকে ব্যক্তিগতভাবে হস্তান্তর করবে। তিনি তার স্বামীকে কুরিয়ার সম্পর্কে জানান। এস.এন. গুপ্তা মূল গেটে যান, যখন অভিযোগকারী রান্নাঘরে ফিরে আসেন। এরপর তিনি গেট থেকে ২ বা ৩টি গুলির শব্দ শোনেন। তিনি গেটের দিকে ছুটে যান এবং দেখেন যে তার স্বামী মেঝেতে পড়ে আছেন এবং গুলির আঘাতে রক্তপাত হচ্ছে। তিনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করেন, যখন প্রতিবেশীরা এসে তার স্বামীকে জয়পুর গোল্ডেন হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তিনি বলেন যে তিনি তার স্বামীকে গুলি করা লোকটিকে চিনতে পারবেন।

৩. সাব-ইন্সপেক্টর ধরমবীর সিং তার সহকর্মী কনস্টেবল বিজয় কুমার এবং কনস্টেবল প্রসন্ন সিংকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং ঘটনাস্থল থেকে ৩টি ব্যবহৃত কার্তুজ এবং রক্তমাখা চপ্পল উদ্ধার করেন।

৪. ঘটনার দিন, তদন্তকারী অফিসার মৃত ব্যক্তির পুত্র রাজেশ গুপ্তার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুসারে জবানবন্দি নথিভুক্ত করেন। রাজেশ গুপ্তা পুলিশকে সেই খামটি হস্তান্তর করেন যা হামলাকারী তার পিতা এস.এন. গুপ্তার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল খুনের সময়। রাজেশ গুপ্তা স্পষ্টভাবে শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসালকে এই খুনের জন্য দায়ী করেন। তিনি বলেন যে তিনি এবং তার পিতা এস.এন. গুপ্তা শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি চিট ফান্ড কমিটির সদস্য ছিলেন। রাজেশ গুপ্তা এবং তার পিতা এস.এন. গুপ্তা সেই কমিটিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে মৃত ব্যক্তিকে কমিটিগুলিতে বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত দিতে তারা অনিচ্ছুক ছিল।

রাজেশ গুপ্তা আরও বলেন যে তিনি এম/এস অ্যাকসেন্ট শুজ প্রাইভেট লিমিটেড ফার্মে শচীন বনসালের সাথে অংশীদারিত্বে প্রবেশ করেছিলেন, যার কারখানা বাহাদুরগড়ে ছিল। রাজেশ গুপ্তা বলেন যে তিনি অংশীদারিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিলেন কারণ শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল তার পিতা এস.এন. গুপ্তা – মৃত ব্যক্তির অংশ দখল করে নিয়েছিল এবং এখন বাহাদুরগড়ের কারখানাটিও দখল করার চেষ্টা করছিল। এই কারণেই তারা তার পিতার খুন সংঘটিত করেছে।

৫. একই তারিখে, মৃত ব্যক্তির ভাই সতীশ গুপ্তার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুসারে জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হয়, যেখানে তিনি বলেন যে তিনি শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল দ্বারা পরিচালিত কমিটিগুলিতে বিনিয়োগ করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে তার ভাই প্রয়াত এস.এন. গুপ্তা এই কমিটিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র তাকে এবং তার ভাইকে পাওনা অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করছিল। মৃত ব্যক্তি তার ভাইকে বলেছিলেন যে শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল বাহাদুরগড়ের কারখানাটি দখল করতে চেয়েছিল এবং অংশীদারিত্ব ভেঙে যাওয়ার পর মঙ্গলপুরী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ডি-২৬৮-এর কারখানায় তাদের বড় অঙ্কের অংশ দখল করার চেষ্টা করছিল। তিনি তার ভাই – এস.এন. গুপ্তার – খুনের জন্য শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্রকে দায়ী করেন।

৬. মৃত এস.এন. গুপ্তার অন্য ভাই সুরেশ গুপ্তার জবানবন্দিও ঘটনার দিন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুসারে নথিভুক্ত করা হয়।

তিনি জানান যে তিনি নিজের ব্যবসা চালাচ্ছেন, এবং নরেন্দ্র মান, ললিত মান ও তাদের বন্ধুরা তার ছেলে নবীন গুপ্তাকে অর্থের জন্য হুমকি দিত। পরবর্তীতে, সুরেশ গুপ্তাও এই ব্যক্তিদের কাছ থেকে হুমকি পেতে শুরু করেন, যারা তার এবং তার ছেলেকে হুমকি দিতে বেশ কয়েকবার তার বাড়িতে আসে এবং বলে যে তারা তাদের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হত্যা করবে। তার ভাই প্রয়াত এস.এন. গুপ্তার পরামর্শে, নরেন্দ্র মান, ললিত মান এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে মঙ্গলপুরী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। তিনি বলেন যে তার ভাইকে নরেন্দ্র মান, ললিত মান এবং তার বন্ধুরা হত্যা করেছে।

৭. মৃত এস.এন. গুপ্তার ভাইপো, সুরেশ গুপ্তার পুত্র নবীন গুপ্তা ওরফে চীনু, তার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে জবানবন্দিতে বলেন যে তিনি নরেন্দ্র মান, ললিত মান, শচীন বনসাল এবং তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে হুমকি পাচ্ছিলেন, যাদেরকে মৃত ব্যক্তির হত্যার কারণ হিসাবে দেখা হচ্ছিল।

৮. ০১.০৬.২০০৬ তারিখে, মৃত ব্যক্তির তৃতীয় ভাই অজিত প্রসাদ গুপ্তার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হয়, যেখানে তিনি সাক্ষ্য দেন যে তিনি শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন চিট ফান্ড কমিটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন যে তার ভাই প্রয়াত এস.এন. গুপ্তা শিব চরণ বনসাল এবং শচীন বনসাল দ্বারা পরিচালিত বেশিরভাগ কমিটিতে বিনিয়োগ করেছিলেন, যারা মৃত ব্যক্তির বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করছিল।

৯. ৩১.০৫.২০০৬ তারিখে, একজন স্বাধীন সাক্ষী অশোক কুমার আগরওয়ালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত সাক্ষী বলেন যে তিনি শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল দ্বারা পরিচালিত কমিটিগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। তিনি আরও সাক্ষ্য দেন যে মৃত এস.এন. গুপ্তাও অভিযুক্ত – শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল দ্বারা পরিচালিত প্রায় সমস্ত কমিটিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন।

১০. ২২.০৩.২০০৬ তারিখে, সঞ্জয় গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মঙ্গলপুরীতে মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্ত করা হয়, যেখানে নথিভুক্ত করা হয় যে মৃত ব্যক্তিকে বিকাল ৪:৫০ টায় মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল।

অটোপসি সার্জন মৃত ব্যক্তির বুকে তিনটি প্রবেশ ক্ষত খুঁজে পান। গুলির সীসাগুলি উদ্ধার করে পুলিশকে হস্তান্তর করা হয়। ময়নাতদন্তের নথিতে বলা হয় যে নিম্নলিখিত আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়েছিল:

(i) বুকের উপর আগ্নেয়াস্ত্রের প্রবেশ ক্ষত যার আকার ১.৫ সেমি x ১০৪, মধ্যরেখা থেকে ৬.৫ সেমি এবং বাম স্তনবৃন্ত থেকে ৬ সেমি উপরে এবং ১ সেমি মাঝখানে;

(ii) বাম অ্যারিয়োলার বাইরের ও উপরের প্রান্তে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রবেশ ক্ষত, আকার ১.৩ সেমি x ০.৫ সেমি, যার চারপাশে ঘষার চিহ্নসহ ফ্র্যাকচার;

(iii) বাম হাইপোকনড্রিয়ামের উপর আগ্নেয়াস্ত্রের প্রবেশ ক্ষত, আকার ১.৬ সেমি x ১.০ সেমি।

নথিভুক্ত করা হয় যে, মৃত্যুর কারণ ছিল আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আক্রমণের ফলে সৃষ্ট শক এবং বুকের ভিসেরা ও মহাধমনীতে আঘাত।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনটি ব্যবহৃত কার্তুজ উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তি – এস.এন. গুপ্তার দেহ থেকে বের করা সীসা ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য ফরেনসিক বিজ্ঞান গবেষণাগারে পাঠানো হয়।

১১. তদন্ত চলাকালীন, শচীন বনসালকে ২০০৬ সালের ২৯.০৩ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। তার প্রকাশ্য বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়। নরেন্দ্র মান, তার ভাই ললিত মান এবং আইনজীবী - রাজবীর সিংকে একই তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়, যখন তারা ডিএল ৩সি এজি ৬৫৬৫ নম্বরের একটি এস্টিম গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন। এস্টিম গাড়ি থেকে একটি কালো ছবির ফ্রেম, একটি কালো টুপি, কালো গগলস এবং মৃত ব্যক্তির একটি ছবি উদ্ধার করা হয়।

১২. নরেন্দ্র মান একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দেয় এবং যে দোকান থেকে সে টুপি ও গগলস কিনেছিল, তা দেখিয়ে দেয়। সে শৈলেন্দ্র সিংকে গ্রেপ্তার করার প্রস্তাব দেয়, এই বলে যে শৈলেন্দ্র সিংই খুনের জন্য ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র অর্থাৎ অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তলটি দিয়েছিল। নরেন্দ্র মান তার গ্রামের বাড়ি থেকে গেটজ গাড়িটি উদ্ধার করিয়েছিল, যেটিতে ভাড়াটে খুনি – জোগিন্দর সিং সোধি নাকি এস.এন. গুপ্তাকে হত্যা করার জন্য ঘটনাস্থলে গিয়েছিল।

গেটজ গাড়ি থেকে দ্বিতীয় সেট কালো টুপি এবং গগলস উদ্ধার করা হয়। নরেন্দ্র মান জোগিন্দর সিং সোধি – যোগাযোগকারী খুনিকে গ্রেপ্তার করার প্রস্তাবও দেয়।

১৩. অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তল সহ দুটি তাজা কার্তুজ অভিযুক্ত - শৈলেন্দ্র সিং-এর অফিস অর্থাৎ ফ্ল্যাট নং এ-১১/৩৫, সেক্টর ৭, রোহিণী, দিল্লি থেকে উদ্ধার করা হয়।

১৪. ললিত মান, রাজবীর সিং এবং শচীন বনসাল ২০০৬ সালের ২৯.০৩ তারিখে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছিল।

১৫. ২০০৬ সালের ৩০.০৩ তারিখে, জোগিন্দর সিং সোধি - ভাড়াটে খুনিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড ("টিআইপি") ২০০৬ সালের ১০.০৪ তারিখে পরিচালিত হয়। জোগিন্দর সিং বিচারিক টিআইপি-তে অংশ নিতে অস্বীকার করে।

অভিযোগকারী – কান্তা দেবী মামলার তদন্তের সময় তাকে হামলাকারী হিসাবে শনাক্ত করেন।

১৬. ০৪.০৬.২০০৬ তারিখে, শৈলেন্দ্র সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। শৈলেন্দ্র সিং সেই স্থানটি শনাক্ত করেন যেখানে অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়েছিল।

১৭. তদন্ত চলাকালীন, শিব চরণ বনসালকে তদন্তে যোগ দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তবে, শিব চরণ বনসাল এক মাসেরও বেশি সময় ধরে পলাতক ছিলেন। তাকে ২৫.০৪.২০০৬ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৮. তদন্ত চলাকালীন, তদন্তকারী অফিসার ০৯.০৬.২০০৬ তারিখে অভিযুক্তদের কল ডিটেইল নথি সংগ্রহ করেন।

আমরা দায়রা আদালতের নথি পর্যালোচনা করেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে শিব চরণ বনসালের কল ডিটেইল নথি ফাইল থেকে অনুপস্থিত।

১৯. ২২.০৬.২০০৬ তারিখে নিম্নলিখিত ৭ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করা হয় – নরেন্দ্র মান, ললিত মান, রাজবীর সিং – আইনজীবী, জোগিন্দর সিং সোধি, শচীন বনসাল, শিব চরণ বনসাল এবং শৈলেন্দ্র সিং – আইপিসির ১২০খ, ৩০২ এবং ২০১ সহ পঠিত ৩৪ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য।

২০. এফ.এস.এল রিপোর্টে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে উদ্ধার করা সীসা অভিযুক্ত – শৈলেন্দ্র সিং-এর অফিস থেকে উদ্ধার করা পিস্তল থেকে গুলি করা হয়েছিল।

২১. মৃত এস.এন. গুপ্তার উদ্দেশ্যে লেখা খামটি, যা ভাড়াটে খুনি – জোগিন্দর সিং সোধি বহন করেছিল, মৃত এস.এন. গুপ্তার পুত্র রাজেশ গুপ্তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। হাতের লেখার বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট অনুসারে, জোগিন্দর সিং সোধি-এর নমুনা হাতের লেখা খামের লেখার সাথে মিলে গেছে।

২২. ১৭.১১.২০০৬ তারিখে, রমেশের বিবৃতি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে পুলিশ দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়। তিনি জানান যে তিনি দিল্লির রোহিনীতে একজন সম্পত্তি ব্যবসায়ী এবং শৈলেন্দ্র সিং-এর জন্য ফ্ল্যাটটির ব্যবস্থা করেছিলেন, যা তার স্ত্রী পূজা সিং-এর নামে নথিভুক্ত ছিল। শৈলেন্দ্র সিং উক্ত ফ্ল্যাটটি তার অর্থায়ন ব্যবসার জন্য ব্যবহার করতেন। অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তল সহ দুটি তাজা কার্তুজ শৈলেন্দ্র সিং-এর অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

২৩. ফরেনসিক প্রতিবেদন, হাতের লেখার বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট এবং ব্যালিস্টিক রিপোর্ট ২৬.১১.২০০৬ তারিখে একটি সাপ্লিমেন্টারি অভিযোগপত্রের সহ নথিতে জমা দেওয়া হয়েছিল।

২৪. রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, তদন্তের সময় সংগৃহীত উপাদানগুলি একটি বৃহত্তর ফৌজদারি ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে যেখানে সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিল। শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল কমিটি পরিচালনার ব্যবসায় জড়িত ছিল যেখানে অর্থ বিনিয়োগ করা হতো। মৃত এস.এন. গুপ্তা এবং তার পুত্র রাজেশ গুপ্তা এই কমিটিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। রাজেশ গুপ্তা এম/এস আকাশ ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি ফার্মে শিব চরণ বনসালের সাথে অংশীদারিত্বে ছিলেন যা পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়। রাজেশ গুপ্তা এবং শচীন বনসাল এম/এস অ্যাকসেন্ট শুজ প্রাইভেট লিমিটেড নামক আরেকটি ফার্ম চালাচ্ছিলেন, যার কারখানা বাহাদুরগড়ে অবস্থিত ছিল। রাজেশ গুপ্তা এবং তার পিতা প্রয়াত এস.এন. গুপ্তা এই ব্যবসাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। এস.এন. গুপ্তা এবং তার পুত্র কর্তৃক এই ফার্মে বিনিয়োগ করা অর্থ শিব চরণ বনসাল এবং শচীন বনসাল ফেরত দেননি। মৃত এস.এন. গুপ্তা তার ভাই সুরেশ গুপ্তার কাছে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল এই যে, অভিযুক্ত শিব চরণ বনসাল এবং শচীন বনসাল বাহাদুরগড়ের কারখানাটি দখল করে নিতে পারে। যখন এস.এন. গুপ্তা এবং রাজেশ গুপ্তা বাহাদুরগড়ের কারখানায় তাদের বিনিয়োগের অর্থ ফেরত চাইতেন, তখন শিব চরণ বনসাল এবং শচীন বনসাল বিভিন্ন অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান করতেন।

রাষ্ট্রপক্ষ অনুসারে, শচীন বনসালের সুপারিশে নরেন্দ্র মান মৃত ব্যক্তির ভাইপো নবীন গুপ্তাকে সাত লক্ষ টাকা দিয়েছিল। সুদ সহ, নবীন গুপ্তার নরেন্দ্র মানের কাছে প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। নরেন্দ্র মান নবীন গুপ্তা এবং তার পিতার কাছে তার পাওনা টাকা দাবি করে। তারা তাকে টাকা ফেরত না দিয়ে, তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করে। নরেন্দ্র মান শচীন বনসালের সাথে কথা বলে এবং নবীন গুপ্তার পাওনা টাকা ফেরত দিতে বলে, যেহেতু সে শচীন বনসালের সুপারিশেই টাকা ধার দিয়েছিল।

রাষ্ট্রপক্ষ অনুসারে শচীন বনসাল নরেন্দ্র মানকে বলেছিল যে নবীন গুপ্তার কাছে তারও ত্রিশ লক্ষেরও বেশি টাকা পাওনা আছে।

শচীন বনসাল এবং নরেন্দ্র মান এস.এন. গুপ্তাকে সরিয়ে ফেলার জন্য একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র করেছিল, যাতে তার পিতা শিব চরণ বনসাল এবং তার নিজের দ্বারা পরিচালিত কমিটিগুলিতে এস.এন. গুপ্তার বিনিয়োগ করা অর্থ তারা ধরে রাখতে পারে এবং সে তখন নবীন গুপ্তার পাওনা টাকা নরেন্দ্র মানকে পরিশোধ করতে সক্ষম হবে।

শিব চরণ বনসাল এস.এন. গুপ্তাকে হত্যা করার সাথে জড়িত খরচের জন্য অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য অনুসারে, নরেন্দ্র মান উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন। তিনি প্রথমে তার চাচাতো ভাই অভিযুক্ত - ললিত মানকে বলেন এস.এন. গুপ্তাকে শিখ সেজে হত্যা করতে। প্রাথমিকভাবে রাজি হওয়ার পর, ললিত মান পরবর্তীতে পিছু হটে। এরপর, নরেন্দ্র মান জোগিন্দর সিং সোধিকে, যে ললিত মানের বাড়ির নিচে একটি দোকান চালাচ্ছিল, এস.এন. গুপ্তাকে হত্যা করার জন্য অনুরোধ করে, এবং ২ লাখ টাকা পরিশোধের বিনিময়ে সে রাজি হয়। জোগিন্দর সিং সোধিকে এস.এন. গুপ্তার ছবি এবং তার বাড়ির সঠিক অবস্থান দেখানো হয়েছিল।

রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করে যে, অভিযুক্ত রাজবীর সিং, একজন আইনজীবী, নরেন্দ্র মানকে নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সে তার নিজের অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত অস্ত্র হত্যার জন্য ব্যবহার না করে, বরং এর অনুরূপ একটি অনুমতিপত্রবিহীন অস্ত্র ব্যবহার করবে, কারণ পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা কার্তুজগুলিকে অস্ত্রের সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করবে।

উপরোক্ত ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, শচীন বনসাল তার বিয়ের অ্যালবাম থেকে এস.এন. গুপ্তার একটি ছবি বের করে নরেন্দ্র মানকে দেয়। সে নরেন্দ্র মানকে এস.এন. গুপ্তার বাড়িও দেখায় এবং তাকে এস.এন. গুপ্তার দৈনন্দিন রুটিন সম্পর্কে অবহিত করে এবং আরও জানায় যে সে শেয়ারের বিনিয়োগ সংক্রান্ত কুরিয়ার, প্যাকেট/চিঠি পায়।

অপরাধের তারিখে অর্থাৎ ২১.০৩.২০০৬, উপরোক্ত ফৌজদারি ষড়যন্ত্র অনুসারে, নরেন্দ্র মান তার চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে গেটজ গাড়িটি ধার করে, এবং শৈলেন্দ্র সিংয়ের কাছ থেকে পাঁচটি কার্তুজ সহ অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তলটি নেয়। এরপর সে জোগিন্দর সিং সোধিকে গগলস এবং টুপি পরিয়ে তার গেটজ গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় এবং এস.এন. গুপ্তাকে দেওয়ার জন্য একটি খাম দেয়। সে গাড়িটি অ্যাপার্টমেন্টের কাছে পার্ক করে এবং গাড়ির ভিতরে অপেক্ষা করছিল, যখন জোগিন্দর সিং মৃত ব্যক্তি – এস.এন. গুপ্তার বাড়িতে যায়। জোগিন্দর সিং এস.এন. গুপ্তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর নরেন্দ্র মান জোগিন্দর সিংকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

২৫. রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য অনুসারে, ঘটনাটি সংঘটিত হয় ২১.০৩.২০০৬ তারিখে, আনুমানিক বিকাল ৪:৩০ টায়। ঘটনার ঠিক আগে বিকাল ৩:৫১ টায়, অভিযুক্ত – নরেন্দ্র মান তার ৯৮১৮৪১১৪৭০ নম্বরের মোবাইল ফোন থেকে শচীন বনসালের ৯৮১৮১১৯৬২৪ নম্বরের মোবাইল ফোনে একটি কল করে।

খুন সংঘটিত হওয়ার পর, অভিযুক্ত – নরেন্দ্র মান অভিযুক্ত – শচীন বনসালকে বিকাল ৪:৪৮ টায় ফোন করে। কল ডিটেইল নথিগুলি থেকে জানা যায় যে, অভিযুক্ত – নরেন্দ্র মান এবং শচীন বনসাল ঘটনার আগে ও পরে একে অপরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগে ছিল।

২৬. রাষ্ট্রপক্ষ জোর দিয়ে বলে যে, অভিযুক্ত – শিব চরণ বনসাল, শৈলেন্দ্র সিং, ললিত মান এবং রাজবীর মালিকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ ধারার সহ পঠিত ৩০২ সহ পঠিত ১২০খ/৩৪ ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য একটি আপাতদৃষ্টিতে মামলা তৈরি হয়েছিল।

২৭. দায়রা আদালত ১৭.০৩.২০০৮ তারিখের আদেশ অনুসারে রায় দেয়:

(i) নথিতে আনা উপাদান এবং মামলার পরিস্থিতির ভিত্তিতে, এস.এন. গুপ্তাকে হত্যার ঘটনায় নরেন্দ্র মান এবং জোগিন্দর সিং সোধির মধ্যে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল। দায়রা আদালত নির্দেশ দেয় যে জোগিন্দর সিং সোধিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪ ধারার অধীনে অভিযুক্ত করা হোক। নরেন্দ্র মানকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪ ধারার অধীনে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়, কারণ সে কথিত ভাড়াটে খুনি – জোগিন্দর সিং সোধির কাছ থেকে অপরাধের অস্ত্র নেওয়ার পর তা অদৃশ্য করে দিয়েছিল। নরেন্দ্র মানকে আরও অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অভিযুক্ত করা হয় কারণ সে সহ-অভিযুক্ত শৈলেন্দ্র সিং-এর অফিস থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করিয়েছিল। নথিতে থাকা উপাদানগুলি প্রাথমিকভাবে দেখায় যে নরেন্দ্র মান, যার কাছে একটি অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, সেটি গোলাবারুদ সহ শচীন বনসালকে হস্তান্তর করেছিল, যা শচীন বনসালের কারখানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। তাকে অস্ত্র আইনের ২৯খ ধারার অধীনেও অভিযুক্ত করা হয়।

(ii) তবে দায়রা আদালত ললিত মানকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ, ৩০২ সহ পঠিত ৩৪, ২০১ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে কথিত অপরাধগুলি থেকে অব্যাহতি দেয়, এই যুক্তিতে যে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্ত – ললিত মান ওরফে নানহে-এর বিরুদ্ধে নথিতে যে একমাত্র প্রমাণ রাখতে পেরেছে তা হলো, খুন সংঘটিত হওয়ার ৮ দিন পর, অর্থাৎ ২৯.০৩.২০০৬ তারিখে তাকে অভিযুক্ত নরেন্দ্র মানের সাথে একটি এস্টিম গাড়িতে ভ্রমণ করতে দেখা গিয়েছিল। রাষ্ট্রপক্ষের মামলা ছিল যে প্রাথমিকভাবে নরেন্দ্র মান ললিত মানকে এস.এন. গুপ্তাকে হত্যা করার কাজটি সম্পাদন করতে বলেছিল।

তিনি পরে সেটি থেকে সরে এসেছিলেন। এরপর, খুনের কাজটি অভিযুক্ত – জোগিন্দর সিং সোধিকে দেওয়া হয়। এটি ইঙ্গিত করে যে ললিত মান কথিত ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। নরেন্দ্র মান এবং ললিত মান সহ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য বিবৃতিগুলি অভিযুক্ত – ললিত মানকে এস.এন. গুপ্তাকে হত্যার অপরাধের সাথে যুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ নয়।

(iii) রাজবীর সিংয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্ত – নরেন্দ্র মান এবং রাজবীর সিংয়ের দেওয়া প্রকাশ্য বিবৃতিগুলির উল্লেখ করে দেখায় যে, রাজবীর সিংয়ের পরামর্শেই অভিযুক্ত নরেন্দ্র মান অপরাধের জন্য তার অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত অস্ত্র ব্যবহার করেননি। রাজবীর সিং নরেন্দ্র মানকে আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তার অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত অস্ত্র শচীন বনসালের কারখানায় রাখতে এবং খুনের জন্য একটি অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তলের ব্যবস্থা করতে। আরও উল্লেখ করা হয় যে, গ্রেপ্তারের সময় নরেন্দ্র মান রাজবীর সিংয়ের সাথে ভ্রমণ করছিলেন, এবং তারা সেল ফোনে রাজবীর সিংয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগে ছিল।

দায়রা আদালত রায় দেয় যে অভিযুক্তদের দেওয়া প্রকাশ্য বিবৃতিগুলি কেবলমাত্র প্রকাশ করে যে রাজবীর সিং নরেন্দ্র মানকে এই মর্মে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সে এস.এন. গুপ্তাকে হত্যার জন্য তার অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত পিস্তল ব্যবহার করবে না। রাজবীর সিংয়ের দেওয়া পরামর্শের ভিত্তিতে, অভিযুক্ত – নরেন্দ্র মান তার অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত পিস্তল শচীন বনসালের কারখানায় রেখেছিল এবং অভিযুক্ত – শৈলেন্দ্র সিংয়ের কাছ থেকে একটি অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তলের ব্যবস্থা করেছিল। নরেন্দ্র মানকে ২৯.০৩.২০০৬ তারিখে শচীন বনসালের বাড়িতে যাওয়ার সময় রাজবীর সিংয়ের সাথে ভ্রমণ করার সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। নরেন্দ্র মানের সাথে গাড়িতে রাজবীর সিংয়ের নিছক ভ্রমণকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

গাড়ি থেকে উদ্ধার করা জিনিসপত্রের জব্দ তালিকায় রাজবীর সিংয়ের স্বাক্ষর ছিল না। রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য ছিল না যে গাড়িটি হয় রাজবীর সিংয়ের ছিল, অথবা গাড়ি থেকে উদ্ধার করা জিনিসপত্র রাজবীর সিং দ্বারা ব্যবস্থা করা হয়েছিল বা তার ছিল। নথিতে রাখা উপাদানগুলি অভিযুক্ত – রাজবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

(iv) শৈলেন্দ্র সিংয়ের ক্ষেত্রে, দায়রা আদালত রায় দেয় যে নরেন্দ্র মানের প্রকাশ্য বিবৃতির ভিত্তিতে তার অফিস থেকে অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তল সহ দুটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছিল। দায়রা আদালত রায় দেয় যে সাক্ষ্য আইনের ১০ ধারা অনুসারে প্রকাশ্য বিবৃতির উপর নির্ভর করা যাবে না। শৈলেন্দ্র সিংয়ের এই জ্ঞান ছিল যে, নরেন্দ্র মানের কাছে যে আগ্নেয়াস্ত্রটি হস্তান্তর করা হচ্ছিল তা এস.এন. গুপ্তার হত্যায় ব্যবহৃত হবে, এমন কোনো উপাদান ছিল না।

দায়রা আদালত শৈলেন্দ্র সিংকে শুধুমাত্র অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অনুমতিপত্রবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র নিজের দখলে রাখার অপরাধে অভিযুক্ত করে।

(v) অভিযুক্ত – শিব চরণ বনসাল এবং শচীন বনসালের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপক্ষ মৃত ব্যক্তির পুত্র রাজেশ গুপ্তা, মৃত ব্যক্তির ভাইপো নবীন গুপ্তা, মৃত ব্যক্তির ভাই সতীশ গুপ্তা এবং সুরেশ গুপ্তার বিবৃতিগুলির উপর নির্ভর করেছিল, যারা খুনের দিনেই খুনের পেছনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিল। তাদের বিবৃতি অনুসারে, এটি প্রকাশ পায় যে মৃত এস.এন. গুপ্তা এবং তার পুত্র – রাজেশ গুপ্তা, শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্রের সাথে এম/এস আকাশ ইন্টারন্যাশনাল এবং এম/এস অ্যাকসেন্ট শুজ প্রাইভেট লিমিটেড ফার্মে অংশীদারিত্বে প্রবেশ করেছিলেন। বনসাল বাবা-ছেলের জুটি মৃত ব্যক্তির অংশ আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। নথিতে আনা আরও একটি মামলা ছিল যে, মৃত ব্যক্তি শিব চরণ বনসাল দ্বারা আয়োজিত কমিটিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন, যা তিনি ফেরত দিতে অস্বীকার করছিলেন।

দায়রা আদালত রায় দেয় যে এস.এন. গুপ্তার মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তবে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

দায়রা আদালত শিব চরণ বনসালকে অব্যাহতি দেয় কারণ রাষ্ট্রপক্ষ তার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রকাশ্য বিবৃতির আকারে প্রমাণ সংগ্রহ করেছিল। এই প্রকাশ্য বিবৃতিগুলি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের পর যে তথ্যগুলি প্রকাশ পায় সেগুলির সাথে সম্পর্কিত। সাক্ষ্য আইনের ১০ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধের সাথে যুক্ত করার জন্য প্রকাশ্য বিবৃতি ব্যবহারের অনুমতি দেয় না।

(vi) দায়রা আদালত রায় দেয় যে, রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগপত্রের ২৫ ধারার অধীনে অভিযুক্ত – শচীন বনসালের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য একটি আপাতদৃষ্টিতে মামলা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যেহেতু শচীন বনসাল অভিযুক্ত – নরেন্দ্র মানের অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত পিস্তলটি তার কারখানার প্রাঙ্গণ থেকে উদ্ধার করিয়েছিল।

দায়রা আদালত রায় দেয় যে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্ত – রাজবীর সিং, ললিত মান এবং শিব চরণ বনসালের বিরুদ্ধে একটি আপাতদৃষ্টিতে মামলা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে, যাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

২৮. রাষ্ট্রপক্ষ ১৭.০৩.২০০৮ তারিখের দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা আবেদন নং ৩৩৫০৮ দায়ের করে, এই পরিমাণে যে (i) অভিযুক্ত – শিব চরণ বনসাল, ললিত মান ওরফে নানহে এবং রাজবীর সিংকে ভুলভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল; (ii) অভিযুক্ত – শৈলেন্দ্র সিং এবং শচীন বনসালকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ১২০খ ধারার পরিবর্তে শুধুমাত্র অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল; (iii) অভিযুক্ত - নরেন্দ্র মান এবং জোগিন্দর সিং সোধিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪ ধারার অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যদিও তাদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ ধারার অধীনে অভিযুক্ত করা উচিত ছিল।

অভিযোগকারীনি – কান্তা দেবী রাষ্ট্রপক্ষের মতো একই প্রতিকার চেয়ে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা আবেদন নং ২০১৯ সালের ১৮২ দায়ের করেন।

২৯. অভিযুক্ত – শৈলেন্দ্র সিং ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা আবেদন নং ২০১০ সালের ৪৩৩৮ দায়ের করেন এবং অভিযুক্ত – শচীন বনসাল দায়রা আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে একটি পৃথক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা আবেদন নং ৪২০৮ দায়ের করেন যেখানে তাদের অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তাদের মতে, দায়রা আদালত কর্তৃক তাদের অব্যাহতি দেওয়া উচিত ছিল।

অভিযুক্ত – নরেন্দ্র মান দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা আবেদন নং ৩৩২০৮ দায়ের করেন যেখানে তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪, ২০১ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৯(খ) ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

৩০. হাইকোর্ট ২৯.০৫.২০০৯ তারিখের সাধারণ রায় অনুসারে রায় দেয় যে: (i) নরেন্দ্র মান, শচীন বনসাল এবং জোগিন্দর সিং সোধিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪ ধারা এবং ১২০খ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারা এবং মৌলিকভাবে শুধুমাত্র ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ ধারার অধীনে অভিযুক্ত করতে হবে।

শিব চরণ বনসাল, শৈলেন্দ্র সিং, ললিত মান এবং রাজবীর সিংয়ের অব্যাহতির আদেশকারী দায়রা আদালতের রায় হাইকোর্ট দ্বারা বহাল রাখা হয়েছিল।

৩১. রাষ্ট্রপক্ষ এবং অভিযোগকারী – কান্তা দেবী দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক ২৯.০৫.২০০৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশকে বিরোধিতা করে বর্তমান বিশেষ অনুমতি আবেদনগুলি দায়ের করেছে। ২৬.১১.২০১০ তারিখের আদেশ বলে আপিলের অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছিল।

৩২. অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ

ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ এবং ২২৮ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে, আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে শিব চরণ বনসাল, শৈলেন্দ্র সিং, ললিত মান এবং রাজবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য নথিতে পর্যাপ্ত উপাদান ছিল কিনা। রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছিল যে, ১২০খ, ৩০২ সহ পঠিত ১২০খ/৩৪, ২০১ আইপিসি ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অপরাধগুলি গঠিত হওয়া উচিত ছিল।

I. ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ এবং ২২৮ ধারার পরিধি

ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠনের প্রশ্ন বিবেচনা করার সময় আদালত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি আপাতদৃষ্টিতে মামলা তৈরি হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার সীমিত উদ্দেশ্যে প্রমাণ যাচাই-বাছাই করার এবং ওজন করার ক্ষমতা রাখে। আপাতদৃষ্টিতে মামলা নির্ধারণের পরীক্ষা প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে।

যদি আদালতে দাখিল করা উপাদান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করে, যা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি, তবে আদালত অভিযোগ গঠন এবং বিচার চালিয়ে যেতে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হবে।

অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে নথিতে আনা প্রমাণের সম্ভাব্য মূল্য যাচাই করা যাবে না। আদালতকে নথিতে থাকা উপাদান ও নথিগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, সেগুলির আপাতমূল্যে যে তথ্যগুলি উঠে আসছে তা অভিযুক্ত অপরাধের উপাদানগুলি প্রকাশ করে কিনা।

এই পর্যায়ে, বিষয়টির ভালো-মন্দের উপর কোনো বিস্তৃত অনুসন্ধান হতে পারে না, প্রমাণকে এমনভাবে ওজন করা হবে না যেন বিচার চলছে।

বিহার রাজ্য বনাম রমেশ সিং[১] মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ বা ২২৮ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে, যদি এমন একটি জোরালো সন্দেহ থাকে যা আদালতকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পরিচালিত করে যে অভিযুক্ত অপরাধ করেছে বলে অনুমান করার কারণ আছে, তাহলে আদালতের বিচার চালিয়ে যাওয়া উচিত।

---

[১] (১৯৭৭) ৪ এস. সি. সি ৩৯.

দীপকভাই জগদীশচন্দ্র প্যাটেল বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন[২] মামলায়, ফৌজদারি আপিল নং ২০১৯ সালের ৭১৪, যা ২৪.০৪.২০১৯ তারিখে নিষ্পত্তি হয়েছিল, এই আদালত অভিযোগ গঠন এবং অব্যাহতি সংক্রান্ত আইন নির্ধারণ করে রায় দিয়েছে যে, যা প্রয়োজন তা হলো আদালতের উপলব্ধ উপাদান সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়া যে অভিযুক্তের বিচারের জন্য একটি মামলা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ গঠনের জন্য একটি জোরালো সন্দেহ যথেষ্ট, যা কিছু উপাদানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। উপাদান এমন হতে হবে যা বিচার পর্যায়ে প্রমাণে রূপান্তরিত হতে পারে। প্রসিকিউটর যে প্রমাণ পেশ করার প্রস্তাব করেন তার সত্যতা ও প্রভাব এই পর্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা যাবে না, না অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে অভিযুক্তের সম্ভাব্য আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হবে। আদালতকে এটি বিবেচনা করতে হবে না যে অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে কিনা, অথবা বিচার নিশ্চিতভাবে দোষী সাব্যস্ত হবে কিনা।

II. ফৌজদারি ষড়যন্ত্র

বর্তমান মামলাটি এমন একটি যেখানে রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছে যে, সমস্ত অভিযুক্তের দ্বারা এস.এন. গুপ্তাকে হত্যা করার জন্য একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র হয়েছিল। অপরাধটি তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হয়নি, বরং এর পূর্বে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করা হয়েছিল যেখানে প্রতিটি অভিযুক্ত এস.এন. গুপ্তাকে হত্যা করার সাধারণ অবৈধ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি পৃথক ভূমিকা পালন করেছে।

বিচারিক ডিকটা অনুসারে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অপরিহার্য উপাদানগুলি হলো: (i) দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে একটি চুক্তি; (ii) চুক্তিটি অবশ্যই কোনো (ক) অবৈধ কাজ করা বা করানোর সাথে সম্পর্কিত হতে হবে; অথবা (খ) এমন একটি কাজ যা নিজে অবৈধ নয় কিন্তু অবৈধ উপায়ে করা হয়েছে।

এই বিষয়ে গোলাম সারবার বনাম বিহার রাজ্য [৩] মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপক্ষকে যা দেখাতে হবে তা হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে একটি অবৈধ কাজ করা বা করানোর জন্য, অথবা অবৈধ উপায়ে একটি কাজ করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক সমন্বয়।

একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র সাধারণত গোপনে হয়, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া কঠিন, অসম্ভব না হলেও। এই আদালতের আর. ভেঙ্কটাকৃষ্ণান বনাম সিবিআই [৪] মামলায় রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে। অপরাধটি যেভাবে এবং যে পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জড়িত থাকার মাত্রা প্রাসঙ্গিক কারণ।

[২] ২০১৯ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৫৮৮।

[৩] (২০১৪) ৩ এস. সি. সি ৪০১।

[৪] (২০০৯) ১১ এস. সি. সি ৭৩৭।

প্রতিটি ষড়যন্ত্রকারী সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় তার পৃথক ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেকেই অবগত থাকে যে সাধারণ ষড়যন্ত্রে, সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাকে একটি ভূমিকা পালন করতে হবে।

ষড়যন্ত্র বেশিরভাগই পরিস্থিতিগত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় অভিযুক্তের দোষ নির্দেশকারী পরিস্থিতির সম্মিলিত প্রভাব বিবেচনা করে, প্রতিটি অভিযুক্তের দ্বারা পালন করা ভূমিকা বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি অবলম্বন না করে। পক্ষগুলির কাজ বা আচরণ তাদের সাধারণ পরিকল্পনা এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের ঐকমত্য অনুমানের জন্য যথেষ্ট সচেতন এবং স্পষ্ট হতে হবে। দিল্লি রাজ্য (এনসিটি) বনাম নভজ্যোত সান্ধু ওরফে আফজাল গুরু[৫] মামলায় রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

কেহার সিং ও অন্যান্যরা বনাম রাজ্য (দিল্লি প্রশাসন)[৬] মামলায় এই আদালত রায় দেয় যে ষড়যন্ত্রের অপরাধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো একটি অবৈধ কাজ করার জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে একটি চুক্তি। রাষ্ট্রপক্ষকে পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হবে। আদালতকে অনুসন্ধান করতে হবে যে ব্যক্তিরা স্বাধীনভাবে একই বেআইনি উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে নাকি বেআইনি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা একত্রিত হয়েছে। ষড়যন্ত্রের অপরাধের জন্য চুক্তির কিছু ধরনের ভৌত প্রকাশ প্রয়োজন। তবে, সেটি প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই, এবং যোগাযোগের প্রকৃত শব্দগুলি প্রমাণ করাও জরুরি নয়। যদি ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে সাধারণ অবৈধ উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য একটি অলিখিত বোঝাপড়া থাকে তবেই তা যথেষ্ট।

ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে, সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের কাজ এবং বিবৃতি ব্যতীত ভালো প্রমাণ কদাচিৎ পাওয়া যায়।

বর্তমান মামলার তথ্যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নথিতে প্রচুর উপাদান আনা হয়েছে যা মৃত এস.এন. গুপ্তার হত্যায় অভিযুক্ত অর্থাৎ শিব চরণ বনসাল, ললিত মান এবং শৈলেন্দ্র সিংয়ের জড়িত থাকার বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ তৈরি করে।

III. শিব চরণ বনসাল

শিব চরণ বনসালের জড়িত থাকার বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণগুলি মূলত নিম্নরূপ:

(i) মৃতের পুত্র অজেশ গুপ্ত তার বাবার হত্যার জন্য শিবচরণ বনসল এবং তার ছেলে শচীন বনসলকে দায়ী করেছেন,

---

[৫] (২০০৫) ১১ এস. সি. সি ৬০০।

[৬] (১৯৮৮) ৩ এস. সি. সি ৬০৯।

কারণ বনসলদের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত কমিটি/চিট ফান্ডে তার প্রয়াত বাবা এস.এন. গুপ্তের বিনিয়োগকৃত অর্থের অপব্যবহার করেছিলেন তারা।

রাজেশ গুপ্তা শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র ও মৃত এস.এন. গুপ্তার মধ্যে এম/এস অ্যাকসেন্ট শুজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং এম/এস আকাশ ইন্টারন্যাশনাল নামক দুটি ফার্মে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কে আরও সাক্ষ্য দেন, যেখানে শিব চরণ বনসাল মৃত ব্যক্তির অংশ দখল করে নিয়েছিল এবং এখন বাহাদুরগড়ে তাদের কারখানাটিও দখল করার চেষ্টা করছিল।

(ii) এই বক্তব্যের সমর্থনে মৃত ব্যক্তির ভাই সতীশ গুপ্তার বিবৃতি ছিল, যা খুন সংঘটিত হওয়ার পরপরই নথিভুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত সাক্ষীরা মৃত ব্যক্তির খুনের পরপরই এই বিবৃতিগুলি দিয়েছেন।

(iii) মৃত ব্যক্তির তৃতীয় ভাই অজিত প্রসাদ গুপ্তার বিবৃতি ০১.০৬.২০০৬ তারিখে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুসারে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। অজিত গুপ্তা প্রকাশ করেন যে তিনি ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে শিব চরণ বনসালকে চেনেন। তিনি বলেন যে তিনি শিব চরণ বনসাল দ্বারা আয়োজিত কমিটিগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কমিটিগুলি শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল দ্বারা আয়োজিত হতো। শিব চরণ বনসাল এক মাসে ৭০ থেকে ৮০টি কমিটি আয়োজন করতেন। মৃত এস.এন. গুপ্তা এই কমিটিগুলির বেশিরভাগে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন এবং প্রতিটি গ্রুপের সদস্য ছিলেন। যখন এস.এন. গুপ্তা টাকা ফেরত চেয়েছিলেন, তখন শিব চরণ বনসাল কোনো না কোনো অজুহাতে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করেছিলেন, যা তিনি কমিটিগুলিতে যোগ দিতে গিয়ে জানতে পারেন।

(iv) স্বাধীন সাক্ষী অশোক কুমার আগরওয়ালের বিবৃতি ৩১.০৫.২০০৬ তারিখে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুসারে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই সাক্ষী বলেন যে তিনি শিব চরণ বনসাল দ্বারা পরিচালিত দশ লক্ষ টাকার চারটি কমিটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অবগত ছিলেন যে মৃত এস.এন. গুপ্তা শিব চরণ বনসাল দ্বারা পরিচালিত সর্বাধিক সংখ্যক কমিটিতে বিনিয়োগ করেছিলেন, যেখানে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীন বনসাল তাকে সাহায্য করত।

(v) দায়রা আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়ই উল্লেখ করেছে যে সমস্ত সাক্ষী স্পষ্টভাবে শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসালকে এই হত্যার জন্য দায়ী করেছেন। এই অপরাধের উদ্দেশ্য ছিল শিব চরণ বনসালের কমিটিগুলিতে মৃত ব্যক্তি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ আত্মসাৎ করা। রাজেশ গুপ্তা আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তি এবং শিব চরণ বনসালের পরিবারের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, এস.এন. গুপ্তার হত্যা শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল নরেন্দ্র মান, এবং অন্যান্য সহ-ষড়যন্ত্রকারী যেমন ললিত মান যিনি ভাড়াটে খুনি – জোগিন্দর সিং সোধির ব্যবস্থা করেছিলেন, শৈলেন্দ্র সিং যিনি অপরাধের অস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন যা তার অফিস থেকে তাজা কার্তুজ সহ উদ্ধার করা হয়েছিল, তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।

(vi) শচীন বনসাল এবং নরেন্দ্র মানের মধ্যে সমসাময়িক কল ডিটেইল নথি (সিডিআর), যারা ভাড়াটে খুনি – জোগিন্দর সিং সোধির সঙ্গী ছিল, তা সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য একটি শক্তিশালী উপাদান গঠন করবে।

এস.এন. গুপ্তার খুন আনুমানিক বিকাল ৪:৩০ টায় সংঘটিত হয়েছিল। নরেন্দ্র মান তার ৯৮১৮৪১১৪৭০ নম্বরের সেল ফোন থেকে বিকাল ৩:৫১ টায় শচীন বনসালের ৯৮১৮১১৯৬২৪ নম্বরের সেল ফোনে অপরাধ কার্যকর করার আগে একটি কল করে। খুন সংঘটিত হওয়ার পর, নরেন্দ্র মান শচীন বনসালকে বিকাল ৪:৪৮ টায় তার সেল ফোনে ফোন করে। খুনের ঠিক আগে ও পরে দ্রুত পরপর এই কল নথিগুলি এই অভিযুক্তদের জড়িত থাকার বিষয়ে গুরুতর সন্দেহের জন্ম দেয়। কল ডিটেইল নথিগুলি প্রকাশ করে যে অভিযুক্তরা ঘটনার আগে এবং পরে উভয় সময়েই একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে ছিল।

তদন্তকারী কর্মকর্তা সত্যপাল সিং, তার ০৮.০১.২০১৫ তারিখের জবানবন্দিতে বলেছিলেন যে, ০৯.০৬.২০০৬ তারিখে তিনি এসিপি অফিস থেকে সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির মোবাইল ফোনের কল ডিটেইল নথি সংগ্রহ করেছিলেন।

আমরা দায়রা আদালতের নথি পর্যালোচনা করেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে শিব চরণ বনসালের কল ডিটেইল নথি, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ছিল, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক

ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযোগপত্রের সহ পঠিত রাখা হয়নি।শুধুমাত্র শিব চরণ বনসালের কল ডিটেইল নথি অনুপস্থিত থাকা তার বিরুদ্ধে একটি জোরালো সন্দেহ তৈরি করে।

(vii) শিব চরণ বনসাল দ্বারা পরিচালিত কমিটিগুলির নথিগুলি নাকি ধ্বংস করা হয়েছিল। এটি শিব চরণ বনসালের আচরণের বিষয়ে একটি জোরালো সন্দেহ তৈরি করে, যিনি সেই সময়ে ৭৫ থেকে ৮০টি কমিটি/চিট ফান্ড চালাচ্ছিলেন। তার ২৬.০৪.২০০৬ তারিখের প্রকাশ্য বিবৃতিতে, শিব চরণ বনসাল বলেছিলেন যে তার কাছে কমিটিগুলির সমস্ত নথি রয়েছে। তবে, দুই দিন পর, ২৮.০৪.২০০৬ তারিখে, সে তার বক্তব্য পরিবর্তন করে এবং জানায় যে কমিটির নথিগুলি তার পুত্র শচীন বনসাল দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছে যে কমিটিগুলির নথিগুলি বাবা-পুত্রের জুটি দ্বারা পুড়িয়ে/ধ্বংস করা হয়েছিল। কমিটিগুলির নথি ধ্বংস করা, যা প্রয়াত এস.এন. গুপ্তা কর্তৃক করা উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রকাশ করতো, তা একটি অপরাধমূলক কারণ।

(viii) খুন সংঘটিত হওয়ার পর শিব চরণ বনসালের আচরণও প্রাসঙ্গিক। পুলিশ ২৯.০৩.২০০৬ তারিখে তার কারখানা থেকে শচীন বনসালকে গ্রেপ্তার করেছিল।

২১.০৩.২০০৬ তারিখে খুন সংঘটিত হওয়ার পর শিব চরণ বনসাল পলাতক ছিল, এবং পুলিশের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তদন্তে যোগ দেয়নি। এক মাসেরও বেশি সময় পর ২৫.০৪.২০০৬ তারিখে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর, অভিযুক্ত – শিব চরণ বনসাল পালিয়ে যায় এবং তদন্তে যোগ দেয়নি। এস.এন. গুপ্তাকে হত্যার পরপরই পালিয়ে যাওয়ার উক্ত পরিস্থিতি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারার অধীনে প্রাসঙ্গিক 'আচরণ' হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

রাষ্ট্রপক্ষ একটি জোরালো আপাতদৃষ্টিতে মামলা তৈরি করেছে এবং নথিতে থাকা উপাদান শিব চরণ বনসালের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য যথেষ্ট। দায়রা আদালত এবং হাইকোর্ট অভিযুক্ত – শিব চরণ বনসালকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪, ১২০খ, ২০১ ধারার অধীনে প্রমাণ ধ্বংসের অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সঠিক কাজ করেনি।

রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত উপাদানগুলি প্রয়াত এস.এন. গুপ্তার হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য শিব চরণ বনসাল এবং তার পুত্র শচীন বনসাল উভয়ের বিরুদ্ধে একটি জোরালো সন্দেহ তৈরি করে।

আমরা বিস্মিত যে সহ-অভিযুক্ত শচীন বনসালের ক্ষেত্রে, দায়রা আদালত শুধুমাত্র অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করেছিল, যদিও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ সহ পঠিত ৩০২/৩৪ এবং ২০১ ধারার অধীনে তার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পর্যাপ্ত উপাদান ছিল।

হাইকোর্ট ২৯.০৫.২০০৯ তারিখের আদেশ ও রায় অনুসারে রাষ্ট্রপক্ষকে নির্দেশ দেয় যে, শচীন বনসালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ সহ পঠিত ৩০২ এবং ৩৪ ধারা, অস্ত্র আইনের ১২০খ সহ পঠিত ২৫ এবং ২৭ ধারা, এবং মৌলিকভাবে শুধুমাত্র ১২০খ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করা হোক এবং সেই অনুযায়ী বিচার পরিচালনা করা হোক।

বর্তমান আপিলগুলির বিচারাধীন থাকাকালে, দায়রা আদালত হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে শচীন বনসালের বিচার চালিয়ে যায়। দায়রা আদালত ০৪.০২.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ অনুসারে তাকে প্রাথমিকভাবে এই যুক্তিতে অব্যাহতি দেয় যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রকৃতিগতভাবে পরিস্থিতিগত ছিল, এবং তাকে অভিযুক্ত করার জন্য কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না।

রাষ্ট্রপক্ষ এবং ব্যক্তিগত অভিযোগকারী শচীন বনসালের অব্যাহতির আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ফৌজদারি আপিল নং ২০১১ সালের ১১৫৭ এবং ফৌজদারি আপিল নং ২০১১ সালের ১১৫৬ দায়ের করেছে, যা হাইকোর্টের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য বিচারাধীন।

IV. ললিত মান

(i) রাষ্ট্রপক্ষ সুরেশ গুপ্তার পুত্র এবং মৃত ব্যক্তির ভাইপো নবীন গুপ্তা ওরফে চীনুর বিবৃতির উপর নির্ভর করে। উক্ত সাক্ষী তার ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে জবানবন্দিতে, যা একই তারিখে খুন সংঘটিত হওয়ার পরপরই নথিভুক্ত করা হয়েছিল, বলেছিল যে নরেন্দ্র মান, ললিত মান, শচীন বনসাল এবং তার বন্ধুরা তাকে ফোনে হুমকি দিত। নবীন গুপ্তা আরও বলেছিল যে এই ব্যক্তিরা তার বাড়িতেও আসত এবং তার পরিবারকে হত্যা করার হুমকি দিত। সে আরও বলেছিল যে তার পিতা সুরেশ গুপ্তা, মৃত এস.এন. গুপ্তার পরামর্শে, ললিত মান এবং অন্যদের বিরুদ্ধে মঙ্গলপুরী থানায় একটি অভিযোগ নথিভুক্ত করিয়েছিলেন। আরও বলা হয়েছিল যে সে নিশ্চিত ছিল যে তার চাচা এস.এন. গুপ্তাকে নরেন্দ্র মান, ললিত মান, শচীন বনসাল এবং তার বন্ধুরা হত্যা করেছে।

(ii) নরেন্দ্র মানের দেওয়া প্রকাশ্য বিবৃতিতে প্রকাশ পায় যে প্রাথমিকভাবে সে ললিত মানকে এস.এন. গুপ্তাকে হত্যা করার কাজটি সম্পাদন করতে বলেছিল।

অভিযুক্ত – ললিত মান মৃত এস.এন. গুপ্তাকে হত্যা করার জন্য রচিত ফৌজদারি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিল।

(iii) খুন সংঘটিত হওয়ার পরপরই নরেন্দ্র মান এবং ললিত মান পলাতক ছিল।

যেহেতু ললিত মান অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তদন্তে যোগ দেয়নি, সেহেতু পলাতক অভিযুক্তের আচরণ ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারার অধীনে প্রাসঙ্গিক 'আচরণ' হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

(iv) ২৯.০৩.২০০৬ তারিখে অর্থাৎ খুন সংঘটিত হওয়ার আট দিন পর, তিন অভিযুক্ত অর্থাৎ নরেন্দ্র মান, ললিত মান এবং রাজবীর সিংকে পুলিশ একটি এস্টিম গাড়িতে ভ্রমণ করার সময় গ্রেপ্তার করে। পুলিশ গাড়ির ভেতর থেকে আপত্তিকর বস্তু অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ছবি যা শনাক্তকরণের জন্য ভাড়াটে খুনিকে দেওয়া হয়েছিল, এবং ভাড়াটে খুনি – জোগিন্দর সিং তার পরিচয় গোপন করার জন্য যে গগলস ও কালো টুপি পরেছিল, সেগুলি উদ্ধার করে।

(v) ললিত মানের কল ডিটেইল নথি থেকে জানা যায় যে, তার ৯৮১০২৫৪৬০০ নম্বরের সেল ফোন থেকে সে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগে ও পরে ভাড়াটে খুনি জোগিন্দর সিং সোধির ৯৮৭১৭৯১৫০১ নম্বরের সেল ফোনে যোগাযোগে ছিল।

নিম্ন আদালতগুলি অভিযুক্ত ললিত মানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪, ১২০খ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন না করে অযৌক্তিক কাজ করেছিল।

v. শৈলেন্দ্র সিং

রাষ্ট্রপক্ষের মামলা অনুসারে, শৈলেন্দ্র সিং অপরাধের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। উপরন্তু, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর, শৈলেন্দ্র সিং ৭৫ দিন ধরে পলাতক ছিল।

(i) অপরাধের অস্ত্র অর্থাৎ একটি অনুমতিপত্রবিহীন ৭.৬৫ মিমি বোরের পিস্তল সহ দুটি তাজা কার্তুজ এই অভিযুক্তের অফিস, এ ১/২৫, সেক্টর ৭, রোহিণী, দিল্লি থেকে উদ্ধার করা প্রয়াত এস.এন. গুপ্তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে তার জড়িত থাকার বিষয়ে একটি জোরালো সন্দেহ তৈরি করে।

অফিস থেকে জিনিস উদ্ধার করা হয়েছিল, সেটি শৈলেন্দ্র সিংয়ের স্ত্রীর মালিকানাধীন বলে স্বীকার করা হয়েছে। এটি স্বাধীন সাক্ষী রমেশের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে জবানবন্দি দ্বারা সমর্থিত, যিনি একজন সম্পত্তি ব্যবসায়ী এবং শৈলেন্দ্র সিংয়ের জন্য এ ১/৩৫, সেক্টর ৭, রোহিণী, দিল্লির ফ্ল্যাটটি কেনার ব্যবস্থা করেছিলেন, যা তার স্ত্রী পূজা সিংয়ের নামে নথিভুক্ত ছিল। শৈলেন্দ্র সিং উক্ত ফ্ল্যাটটি তার অর্থায়ন ব্যবসার জন্য অফিস হিসেবে ব্যবহার করতেন।

(ii) ১৮.১০.২০০৬ তারিখের এফএসএল প্রতিবেদন প্রত্যয়ন করেছে যে, এস.এন. গুপ্তার হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র ও কার্তুজ শৈলেন্দ্র সিংয়ের অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

(iii) ব্যালিস্টিক প্রতিবেদন প্রত্যয়ন করেছে যে, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা তিনটি ব্যবহৃত কার্তুজ এবং মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে উদ্ধার করা সীসা শৈলেন্দ্র সিংয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা তাজা কার্তুজের সাথে মিলে গেছে এবং শৈলেন্দ্র সিংয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা অনুমতিপত্রবিহীন পিস্তল থেকে গুলি করা হয়েছিল।

(iv) অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর, অভিযুক্ত শৈলেন্দ্র সিংয়ের কাছে অপরাধের অস্ত্র ছিল, যা তার অফিসে লুকানো অবস্থায় ছিল।

শৈলেন্দ্র সিংয়ের হেফাজতে ও দখলে অপরাধের অস্ত্র পাওয়া যাওয়ার এই পরিস্থিতি ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারার অধীনে "আচরণ" হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে, সহ-অভিযুক্তদের দ্বারা করা বিবৃতি নির্বিশেষে।

শৈলেন্দ্র সিংয়ের বাড়ি থেকে অপরাধের অস্ত্র গুরুত্বপূর্ণভাবে উদ্ধার করা ঘটনাপ্রবাহের শৃঙ্খলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি ছিল, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪ এবং ১২০খ ধারার অধীনে তার বিরুদ্ধে বিচার চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

(v) দায়রা আদালতে উপস্থাপিত কল ডিটেইল নথি, খুনের তারিখে নরেন্দ্র মান এবং শৈলেন্দ্র সিংয়ের মধ্যে যোগাযোগের বিষয়টি প্রকাশ করে, যা সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারা অনুসারে প্রাসঙ্গিক উপাদান।

এটা আশ্চর্যজনক যে, দায়রা আদালত এবং হাইকোর্ট শৈলেন্দ্র সিংয়ের অফিস থেকে অনুমতিপত্রবিহীন অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি মেনে নিলেও, তাকে শুধুমাত্র অস্ত্র আইনের ২৫ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করেছে।

VI. রাজবীর সিং

অভিযুক্ত – রাজবীর সিংয়ের অব্যাহতির বিষয়ে, দায়রা আদালত এবং হাইকোর্টের আদেশকে আমরা বাতিল করছি না, কারণ তাকে অভিযুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত উপাদান নেই।

VII. নরেন্দ্র মান

নরেন্দ্র মানকে দায়রা আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪, ২০১ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৯(খ) ধারার অধীনে অভিযুক্ত করেছিল।

দায়রা আদালত ০৪.০২.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ অনুসারে নরেন্দ্র মানকে অব্যাহতি দেয়।

রাষ্ট্রপক্ষ ফৌজদারি আপিল নং ২০১১ সালের ১১৫৭ দায়ের করেছে, এবং অভিযোগকারী – কান্তা দেবী ফৌজদারি আপিল নং ২০১১ সালের ১১৫৬ হাইকোর্টে দায়ের করেছেন যা নিষ্পত্তির জন্য বিচারাধীন।

VIII. ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৩ ধারা

ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৩ ধারা বিধান করে যে একই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা, যা একই লেনদেনের সময় সংঘটিত হয়েছে, তাদের সম্মিলিতভাবে অভিযুক্ত ও বিচার করতে হবে।

বর্তমান মামলায়, ছয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দায়রা আদালত কর্তৃক অভিযোগ গঠনের অসঙ্গতির কারণে বিচার প্রক্রিয়া খণ্ডিত হয়ে গেছে। শচীন বনসাল, নরেন্দ্র মান, এবং কথিত ভাড়াটে খুনি – জোগিন্দর সিং সোধি অর্থাৎ তিন অভিযুক্তের বিচার অন্য তিন অভিযুক্ত অর্থাৎ শিব চরণ বনসাল, ললিত মান এবং শৈলেন্দ্র সিংয়ের অনুপস্থিতিতে চলছিল।

বর্তমান মামলাটি পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের। একটি ফৌজদারি ষড়যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, পরিস্থিতির প্রতিটি সংযোগ সম্পূর্ণ হবে, শুধুমাত্র যদি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণ সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়।

যেহেতু বর্তমান ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া খণ্ডিত হয়েছে, তাই অবশিষ্ট তিন অভিযুক্তের বিচার অবিলম্বে আইন অনুসারে চালানো প্রয়োজন।

অন্যান্য তিন অভিযুক্ত অর্থাৎ শচীন বনসাল, নরেন্দ্র মান এবং জোগিন্দর সিংয়ের ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া অন্য তিন কথিত সহ-ষড়যন্ত্রকারীর অনুপস্থিতিতে পরিচালিত হয়েছিল। শচীন বনসাল এবং নরেন্দ্র মানের অব্যাহতির আদেশ হাইকোর্টে বিচারাধীন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৮৬ ধারা আপিল নিষ্পত্তিতে আপিল আদালতের ক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৮৬ ধারার দফা (ক) হাইকোর্টের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ অব্যাহতির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হাইকোর্টে দাখিল করা হয়। আপিল আদালত অভিযুক্তকে পুনরায় বিচার করার নির্দেশ দিতে পারে, শুধু যখন এটি অব্যাহতির বিরুদ্ধে আপিলের সাথে মোকাবিলা করে তখনই নয়, যখন এটি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপিলের সাথে মোকাবিলা করে তখনও। দফা (ক) এর অধীনে হাইকোর্ট অব্যাহতির আদেশ বাতিল করতে পারে এবং আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে, অথবা অভিযুক্তকে পুনরায় বিচার করতে পারে, অথবা তাকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে পারে। আইজ্যাক ওরফে কিশোর বনাম রোনাল্ড চেরিয়ান ও অন্যান্যরা[৭] মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

IX.একটি আপিল আদালত হিসাবে, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৯১ ধারার অধীনে আপিলগুলি বিবেচনা করার সময়, যদি প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে আরও প্রমাণ নিতে পারে এবং নথিতে অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করতে পারে। হাইকোর্ট যদি প্রয়োজনীয় মনে করে তবে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে বিবৃতি নথিভুক্ত করার অনুমতিও দিতে পারে, যেমনটি এই আদালত অ্যালিস্টার অ্যান্টনি পেরেরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য[৮] এবং আশরাফ আলী বনাম আসাম রাজ্য[৯] মামলায় রায় দিয়েছে।

X.হাইকোর্ট বর্তমান মামলায় দায়রা আদালত কর্তৃক শিব চরণ বনসাল, ললিত মান এবং শৈলেন্দ্র সিং, অর্থাৎ অবশিষ্ট অভিযুক্তদের বিচার শেষ হওয়ার পর, শচীন বনসাল, নরেন্দ্র মান এবং জোগিন্দর সিং সোধির বিচারাধীন আপিলগুলি গ্রহণ করতে পারে।

XI. সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা: -

১. দিল্লি এনসিটি রাজ্য কর্তৃক দায়ের করা ফৌজদারি আপিল নং ২০১০ সালের ২২২৪৮, এবং ব্যক্তিগত অভিযোগকারী – কান্তা দেবী কর্তৃক দায়ের করা ফৌজদারি আপিল নং ২০১০ সালের ২২২৪৭ আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হলো।

আমরা অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, রোহিনী আদালতকে নির্দেশ দিচ্ছি যে ২১.০৩.২০০৬ তারিখের এফআইআর নং ২০০/২০০৬ থেকে উদ্ভূত দায়রা মামলা নং ৬/২০০৭-এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অভিযুক্তদের বিষয়ে আইন অনুসারে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যান: -

ক. অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, রোহিনী আদালত, দিল্লিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে তিনি শিব চরণ বনসালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির

[৭] (২০১৮) ২ এস.সি.সি. ২৭৮

[৮] (২০১২) ২ এস.সি.সি. ৬৪৮

[৯] (২০০৮) ১৬ এস.সি.সি. ৩২৮

৩০২ সহ পঠিত ৩৪ ধারা এবং ১২০খ ও ২০১ ধারায় অভিযোগ গঠন করুন এবং আইন অনুসারে বিচার চালিয়ে যান।

খ. আমরা অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, রোহিণী আদালত, দিল্লিকে নির্দেশ দিচ্ছি যে ললিত মানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪ ধারা এবং ১২০খ ধারায় অভিযোগ গঠন করুন এবং আইন অনুসারে বিচার চালিয়ে যান।

গ. আমরা অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, রোহিণী আদালত, দিল্লিকে নির্দেশ দিচ্ছি যে শৈলেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ সহ পঠিত ৩৪ ধারা এবং ১২০খ ধারা, এবং অস্ত্র আইনের ২৫, ২৭, ৫৪ এবং ৫৯ ধারায় অভিযোগ গঠন করুন।

২. এই রায়ের একটি অনুলিপি অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, রোহিণী আদালত, দিল্লিতে পাঠানো হোক, যাতে ২১.০৩.২০০৬ তারিখের এফআইআর নং ২০০/২০০৬ থেকে উদ্ভূত দায়রা মামলা নং ৬/২০০৭-এ উল্লিখিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার পরিচালিত হতে পারে।

৩. আমরা অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, রোহিণী আদালত, দিল্লিকে নির্দেশ দিচ্ছি যে একটি সময়সূচী নির্ধারণ করুন এবং প্রতিদিনের ভিত্তিতে বিচার চালিয়ে যান, এবং আজ থেকে ছয় মাসের মধ্যে এটি শেষ করুন।

৪. অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, রোহিণী আদালত, দিল্লিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে তিন মাস পর এই আদালতে মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট করুন।

৫. এই রায়ের একটি অনুলিপি হাইকোর্টেও পাঠানো হোক এবং বিচারাধীন ফৌজদারি আপিল নং ২০১৭ সালের ১১৫৫ এবং ২০১৭ সালের ১১৫৪ এর নথিতে রাখা হোক।

৬. আমরা অভিযুক্ত নং ৩, রাজবীর সিং মালিক ওরফে রাজুর অব্যাহতির বিষয়ে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখছি।

দেবিকা গুজরাল আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটিমাতৃভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবেনা ।সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Arfa Banerjee